দৈনিক খবর 100

তারিখ 03 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

১০ জন আহত ।। ১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

ঢাকা কলেজ ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ঃ বোমা গুলী কাঁদানে গ্যাস

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

ঢাকা কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর আবারও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কমপক্ষে ১০ জন বিক্ষোভকারী ছাত্র আহত হয়েছে। ছাত্ররা ঐ এলাকায় দেড় ঘন্টারও অধিক সময় গাড়ী ভাংচুর ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। আহতদের মধ্যে ওমর ফারুক (২০) নামে একজন ছাত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সংঘর্ষের সময় ব্যাপক বোমা ও গুলীর শব্দ শোনা গেছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কমপক্ষে ২০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে এবং দুইজনকে গ্রেফতার করেছে। মোল্লা ফরহাদ হোসেনের খুনীদের বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বের হলে পুলিশ ও

আহত ওমর ফারুক

বিডিআর জওয়ানদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিছিলসহ এসে নীলক্ষেত মোড়ে সমাবেশ শেষে কয়েকটি দোকানের সাইন বোর্ড ও কাঠের আসবাপত্র এনে রাস্তায় অগ্নিসংযোগের সময় পুলিশ ও বিডিআর জওয়ানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাঁধে।

জানা গেছে, মোল্লা ফরহাদ হোসেনকে নীলক্ষেতের দোকান কর্মচারীরা পিটিয়ে হত্যা করার পর হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবী এবং নীলক্ষেত মার্কেট উচ্ছেদ করে ফরহাদ ছাত্রাবাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছাত্ররা। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারকে সোমবার পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। গতকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে ছাত্ররা কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং মিছিলসহ বাকুশাহ মার্কেটে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছে, বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা নীলক্ষেত মোড়ে অগ্নিসংযোগের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নীরব থাকলেও যখন তারা মার্কেটে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হয় তখন পুলিশ ও বিডিআর জওয়ানরা ব্যাপক লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে। অপরদিকে সাধারণ ছাত্ররা দাবী করেছে পুলিশ ও বিডিআর জওয়ানরা বিনা উস্কানিতে তাদের মিছিলে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে।

উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় উত্তেজিত ছাত্ররা একটি প্রাইভেট কার-এ (ঢাকা-গ-৫৭২১) অগ্নিসংযোগ করলে তা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। ছাত্ররা আরো ১০/১২টি গাড়ী ভাংচুর করেছে। এর মধ্যে লক্ষীপুর-চ-০১-০০০১ নম্বরের একটি মাইক্রোবাস ও ঢাকা মেট্রো-৮০৮৪ নম্বরের একটি বেবীট্যাক্সি ভাঙচুরের ঘটনার সত্যতা পুলিশ স্বীকার করেছে। পুলিশ এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। এরা সবাই ছাত্র। এরা হচ্ছে শফিকুল ইসলাম, ইব্রাহিম, আনিসুল ইসলাম, নাজমুল হাসান দর্পণ, সুজন ও সৈয়দ।

পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহতদের চারজনকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে ওমর ফারুকের অবস্থা আশংকাজনক। বিডিআর জওয়ানরা মিছিলে হামলা করলে তার মাথায় রাইফেলের বাঁটের আঘাত করা হয়েছে বলেপ্রত্যক্ষদর্শীরাজানিয়েছে।

বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে ঘটনার সূত্রপাত হলে ঐ এলাকায় ছাত্রদের মারমুখী মনোভাব ও আচরণের কারণে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় সাত/আট রাউন্ড গুলীর শব্দ শোনা গেছে। বেলা পৌনে ১২টার দিকে নিউ মার্কেটের সামনে দু'দিক থেকে পুলিশ ও বিডিআর ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। ব্যাপক টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জের পর ছাত্ররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতর আহত তানভীর, তৌহিদ ও পলাশকেও জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।

দুপুর ১২টার পর ছাত্ররা গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় পুলিশের সাথে তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। বেলা একটার পর ছাত্ররা চলে গেলেও ঐ এলাকায় যানবাহন চলাচল অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল বিকেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সিএমএইচ এ পাঠানো ওমর ফারুক ঢাকা কলেজের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র। তার পিতার নাম ফারুক হোসেন। সে শান্তিনগরের ২৮৮ নম্বর বাসায় থাকে।

এদিকে মোল্লা ফরহাদ হোসেন নিহত হবার ১৬ দিন অতিবাহিত হবার পরও ঢাকা কলেজসহ ঐ এলাকায় এবং নীলক্ষেত বাকুশাহ মার্কেটের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। বাকুশাহ মার্কেটের দোকানপাট গতকাল পর্যন্ত বন্ধ ছিল। সংঘর্ষের আশংকায় দোকান মালিকরা দোকানপাট খুলতে সাহস পাচ্ছে না বলে জানা গেছে। ২৪ ঘন্টা ঐ এলাকায় পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ছাত্রলীগের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (ম-ই) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম এক বিবৃতিতে ফরহাদ হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে ঢাকা কলেজের সাধারণ ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ-বিডিআরের বর্বরোচিত হামলা ও নির্দোষ ছাত্রদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফরহাদ হত্যাকারীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতার প্রতিবাদে আজ ঢাকা কলেজের ছাত্রঃ মিছিল করলে পুলিশ বিডিআর ন্যাক্কারজনকভাবে হামলা চালায়।

নেতৃবৃন্দ দায়ী পুলিশ-কর্মকর্তাদের অপসারণ ও গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবীকরেন।

ঢাকা কলেজ শাখা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) ঢাকা কলেজ শাখার সভাপতি আবদুল আউয়াল শামীম ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী চিনু এক যুক্ত বিবৃতিতে গতকাল দুপুরে কলেজের সাধারণ ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলীবর্ষণের নিন্দা করেছেন।